দরিদ্রদের মাঝে ঈদ উপহার তুলে দিলেন ইবি ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ

পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) কর্মরত নিম্ন আয়ের কর্মচারী, ভ্যানচালক, দোকানী ও ক্যাম্পাস সংলগ্ন দরিদ্রের মাঝে ঈদ উপহার বিতরণ করেছেন শাখা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা।

বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ক্যাম্পাসস্থ ‘মৃত্যুঞ্জয়ী মুজিব’ ম্যুরালের সামনে এসব বিতরণ করেন তারা।

নেতাকর্মীরা জানায়, ক্যাম্পাস ও পার্শ্ববর্তী এলাকার দরিদ্র ও অসহায় ১’শ জনের মাঝে এই ঈদ উপহার বিতরণ করা হয়। পঞ্চাশ জন পুরুষকে ১টি করে লুঙ্গি এবং সমান সংখ্যক নারীকে ১টি করে শাড়ি উপহার হিসেবে প্রদান করা হয়।

ছাত্রলীগনেতা তৌকির মাহফুজ মাসুদ, শেখ মিজানুর রহমান লালন ও ফয়সাল সিদ্দিকী আরাফাতের নেতৃত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন- আলামিন জোয়ার্দ্দার, বিপুল খান, হোসাইন মজুমদার, হাফিজ, রাজু প্রমুখ।

এ বিষয়ে ছাত্রনেতা শেখ মিজানুর রহমান লালন বলেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিকেরা দেশের যে কোন দুর্যোগময় পরিবেশে মানবতার পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন। তারই অংশ হিসেবে বিশ্বব্যাপী এই করোনাকালীন দূর্যোগকালে ঈদের আনন্দ দুঃখী-অসহায় মানুষদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। তিনি বলেন, অসহায়দের পাশে দাঁড়ানো সহ সকল ভালো কাজের সাথে ছাত্রলীগ ছিলো আছে ভবিষ্যতেও থাকবে।

কুষ্টিয়ায় ঢাকা কোচ চালক কল্যাণ সংস্থার ঈদ সামগ্রী

বিতরন

কুষ্টিয়ায় ঢাকা কোচ চালক কল্যাণ সংস্থার উদ্যোগে ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরন করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে ঢাকা কোচ চালক কল্যাণ সংস্থার কুষ্টিয়াস্থ নিজ কার্যালয়ে চালকদের মাঝে এসব সামগ্রী বিতরন করা হয়।

এ সময় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, জি এস এম ইন্টারন্যাশনালের চেয়াম্যান ও কুষ্টিয়া চেম্বার অব কমার্সের পরিচালনক সমাজ সেবক ইঞ্জিনিয়ার মোঃ সাইফুল আলম।

বিশেষ অতিথি ছিলেন, অমিরনি ট্রাসপোর্টের ডিএমডি জীবন আহমেদ অমি, ঢাকা কোচ চালক কল্যাণ সংস্থার উপদেষ্টা আতাউর রহমান ও এসবি সুপার ডিলাক্সের ডিএমডি এমরান আহমেদ প্রমুখ।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মাসুদ ভান্ডারী। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, ঢাকা কোচ চালক কল্যাণ সংস্থার সাধারন সম্পাদক মো. ফজলুর রহমান। উপস্থিত ছিলেন, ঢাকা কোচ চালক কল্যাণ সংস্থার সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল খান ও ক্যাশিয়ার আমজাদ হোসেন।

কুষ্টিয়ায় অনলাইনে কোরবানির পশু বিক্রিতে সাড়া নেই

করোনার বিস্তার রোধে কুষ্টিয়ায় এ বছর অনলাইনে কোরবানির পশুর হাট চালু করেছে স্থানীয় জেলা প্রশাসন। ঈদুল আজহার বাকি রয়েছে আর মাত্র দুদিন।

তবে অনলাইনে কোরবানির পশু বিক্রিতে সাড়া কম পাওয়ায় হাটের দিকে ঝুঁকছেন খামারিরা। অনলাইনে সাড়া না পেয়ে কেউ কেউ তাদের বিক্রয়যোগ্য গরু নিয়ে গেছেন ঢাকা অথবা চট্টগ্রামে।

জেলা প্রশাসন সূত্র জানা যায়, এবার ‘কোরবানি পশুর হাট কুষ্টিয়া’ নামে ফেসবুকে একটি পেজ খোলা হয়েছে। সেখানে খামারিদের

বিক্রয়যোগ্য পশুর ছবি, সম্ভাব্য ওজন, বিক্রেতার নাম-ঠিকানাসহ পোস্ট করার অনুরোধ করা হয়েছে।

কুষ্টিয়া জেলা প্রাণিসম্পদ অফিসের তথ্য মতে, কুষ্টিয়ার ৬ উপজেলায় ৩৮ হাজার গরু-ছাগলের খামার রয়েছে। চলতি বছর এসব খামারে এক লাখ ৫ হাজার গরু, ৭০ হাজার ছাগল এবং ভেড়াসহ অন্যান্য পশু মোটাতাজাকরণ করা হচ্ছে। এ জেলায় ১৫টি পশুর হাট রয়েছে। এসব হাট ছাড়াও ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে এসব পশু বিক্রি হয়ে থাকে। তবে করোনার কারণে এবার অনলাইনেও চলছে পশু বেচা-কেনা।

মিরপুর উপজেলার বারুইপাড়া ইউপির কেউপুর গ্রামের মশিউর রহমান জানান, গত ২০ জুলাই ফেসবুকের ‘কোরবানি পশুর হাট কুষ্টিয়া’ নামে একটি পেজে ছবিসহ গরু বিক্রির জন্য পোস্ট করেছিলাম। তবে কোনও সাড়া না পাওয়ায় দুইদিন আগে গরু বিক্রির জন্য চট্টগ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমার গরুটির ওজন আনুমানিক ৯ মণ। দাম চেয়েছিলাম সাড়ে ৩ লাখ টাকা।

কুষ্টিয়া সদর উপজেলার আনিচুর রহমান নামে এক ছাগল বিক্রেতা জানান, গত ১৭ জুলাই আমাদের পালিত ৩৬ থেকে ৪০ কেজি ওজনের দুইটি ছাগল বিক্রির জন্য ফেজবুক পেজে পোস্ট করেছিলাম। তবে এখন পর্যন্ত কোনও ক্রেতা মেলেনি। ছাগল দুটি বিক্রির জন্য বাধ্য হয়ে হাটে নিয়ে যাচ্ছি।

জাহিদ হোসেন নামে এক গরু খামারি জানান, অনলাইনে ক্রেতা না পাওয়ায় শেষে বাড়িতেই ব্যাপারির কাছে বিক্রি করেছি।

কুমারখালি উপজেলার জাহেদপুর গ্রামের গরু বিক্রেতা সোহেল সামাদ জানান, গত ১৮ জুলাই গরু বিক্রির জন্য ‘কোরবানি পশুর হাট কুষ্টিয়া’ ফেসবুক পেজে ছবিসহ পোস্ট দিয়েছিলাম। তবে এ পর্যন্ত কোনও ক্রেতা ফোন করেনি। আমাদের ইচ্ছা আছে গরুটি হাটে না নিয়ে বাড়ি থেকেই বিক্রি করবো। সে আশা পূরণ হবে কিনা জানি না।

কুষ্টিয়া জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাক্তার মো. সিদ্দিকুর রহমান বলেন, খামারিরা যাতে কোরবানির সময় তাদের গরুটা বিক্রি করতে পারেন এজন্য আমরা অনলাইন কোরবানির পশুর হাট খুলেছিলাম। যদিও সেটির সাড়া কম। তবে স্থানীয় পর্যায়ে বেশি গরু কেনেন না। মুলত ঢাকা, চট্টগ্রামের ব্যপারিরা এসব গরু কেনেন। স্থানীয়দের বেশিরভাগ হাটে গিয়েই গরু কিনতে অভ্যস্ত।

প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা আরও বলেন, আমরা জেলার ৩ হাজার খামারিকে প্রাতিষ্ঠানিক এবং ৬ হাজার খামারিকে অপ্রাতিষ্ঠানিক ভাবে প্রশিক্ষণ দিয়েছি যাতে তারা কিভাবে স্বল্প খাবারে গরুকে হৃষ্টপুষ্ট করতে পারেন। এ ছাড়াও খামারিদের কৃমিনাশক ট্যবলেট এবং ভিটামিন দেওয়া হয়েছে। আমরা চেষ্টা করেছি গরু পালনের উৎপাদন খরচ কমিয়ে কিভাবে কৃষককে লাভবান করা যায়। কিভাবে রোগ ব্যাধি থেকে মুক্ত রেখে মানসম্মত ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে গরু হৃষ্টপুষ্ট করতে পারেন সে বিষয়ে তাদের দক্ষ করে তোলার চেষ্টা করছি।

ডাক্তার মো. সিদ্দিকুর রহমান বলেন, হাটে যাতে অসুস্থ গরু ক্রয়-বিক্রয় না হয় সেদিকে নজরদারি করা হচ্ছে। এবার হাটে ১১টি মেডিক্যাল টিম কাজ করছে।

কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসক মো. আসলাম হোসেন জানান, কুষ্টিয়াতে কোরবানিকে টার্গেট করে ব্যাপক গবাদিপশু লালনপালন করা হয়ে থাকে। করোনার এই সময়ে হাটে না গিয়ে ঘরে বসে গরু কিনতে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে অনলাইনে কোরবানির পশুর হাট নামে একটি পেজ খোলা হয়েছে। এর মাধ্যমে কোরবানির পশু ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে। তবে তিনি স্বীকার করেন, এই অনলাইন পেজে ক্রেতাদের এখনও সাড়া কম।

কুষ্টিয়ার কামার পল্লীর ব্যস্ততা বেড়েছে

কোরবানির ঈদের বাকি আর মাত্র কয়েকদিন। আর কোরবানি উপলক্ষে কুষ্টিয়ার বিভিন্ন এলাকার কামাররা দা, ছুরি, চাকু, ডাসা ও বটি তৈরিতে ব্যস্ত। অনেকেই কামার বাড়িতে ছুটছে পুরাতন চাকু-ছুরি-বটিতে সান দিতে।

কুষ্টিয়া সদর উপজেলার কামার পাড়া এখন হাতুরির টুং টাং শব্দে মুখরিত হয়ে উঠেছে। এখানে সারা বছর চলে লোহার দা, ছুরি, চাকু, বটি, কোবা, ডাসা, কুড়াল, কোদাল তৈরির কাজ।

কামাররা জানায়, তারা শহরের ভাঙারির দোকান থেকে ৫০ থেকে ১০০ টাকা

কেজি দরে লোহা ও মোটর গাড়ির পুরাতন যন্ত্রাংশ কিনে তা দিয়ে দা, ছোরা, বটি, কোদাল ও কুড়াল তৈরি করে। এ সব সরঞ্জাম তারা জেলাসহ জেলার বাইরের বিভিন্ন হাটে পাইকারি বিক্রি করে।

তবে কোরবানি ঈদের সময় তাদের বিক্রি বেড়ে যায়। অন্য সময় প্রতিদিন যে পরিমাণ বেচা-বিক্রি হয়, ঈদের আগে বেচা-বিক্রি তিন গুণ বেডে যায়। এ সময় নতুন দা-বটি তৈরির পাশাপাশি পুরাতন দা-বটি সান দেওয়ার কাজ করেও বাড়তি আয় করে থাকে তারা।

দৌলতপুরে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে দুই মহিলা সদস্যের অভিযোগ!

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ১০নং দৌলতপুর সদর ইউপি চেয়ারম্যান মহিউল ইসলাম মহি’র বিরুদ্ধে মাসিক সম্মানী ভাতা না দেওয়ার অভিযোগ করেছেন দুই মহিলা ইউপি সদস্য। ভুক্তভোগী দুই ইউপি সদস্য এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিত অভিযোগ করেছেন।

প্রাপ্ত অভিযোগে জানাযায়, ১০নং দৌলতপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মহিউল ইসলাম মহি তার ইউনিয়নের ১,৩,৪ নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত মহিলা সদস্য মেমজান কে নির্বাচনে জয়লাভের পর সাড়ে ৪ বছরে শুধু মাত্র ১১ মাসের সম্মানীভাতা দিয়েছেন।

একই ভাবে ৭, ৮, ৯ নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত মহিলা সদস্য ছাপাতন নেছা কে গত সাড়ে ৪ বছরে মাত্র ৬ মাসের সম্মানী ভাতা দিয়েছেন বলে তারা অভিযোগে করেছেন। চেয়ারম্যান মহিউল ইসলাম মহি অত্র ইউনিয়নের গুরুত্বপূর্ণ কোন সিদ্ধান্ত নিতে গেলেও তাদের সাথে না নিয়ে সমস্ত সিদ্ধান্ত নিজেই নিয়ে থাকেন।

তাছাড়া সরকারী কোন বরাদ্দ আসলে তাদের কে জানানো হয়না বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। কেউ যদি তার বিরুদ্ধে কথা বলে তাহলে

তাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি এমনকি গাঁয়ে হাত তুলতেও দ্বিধাবোধ করেননা বলে অভিযোগকারী দুই মহিলা সদস্য জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে ঐ দুই মহিলা ইউপি সদস্য জেলা প্রশাসক সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিত অভিযোগ করেছেন।

এ ব্যাপারে ইউপি চেয়ারম্যান মহিউল ইসলাম মহি’র কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ মিথ্যা বলে দাবী করেছেন। তিনি আরো জানান, তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে এ অভিযোগ করা হয়েছে।

৩৫ বছর ধরে ফেরি করে বই ও পত্রিকা বিক্রি করেন লোকমান হোসেন

থানাপাড়া এলাকার বাসিন্দা পত্রিকা পরিবেশক লোকমান হোসেন। শহরের মজমপুর এর গেটে পত্রিকার পাশাপাশি শিশুদের বই সহ বিভিন্ন ধরনের বই হেঁটে হেঁটে ফেরি করে বিক্রি করেন। দীর্ঘ ৩৬ বছর ধরে তিনি এই বই ও পত্রিকা বিক্রির সাথে সম্পৃক্ত। পত্রিকা ও বই বিক্রি করেই সংসার চালিয়েছেন। দুই মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন এবং বিয়েও দিয়েছেন।

তিনি বলেন, ‘আমি মজমপুর গেট এলাকায় প্রতিদিন পত্রিকা বিক্রি করি। বই ও পত্রিকা বিক্রি করে মাসে ৮ থেকে ১০ হাজার টাকার মতো উপার্জন হতো। আগের তুলনায় এখন ব্যবসা নেই। লোকসমাগম না থাকায় এ মাসে কোন আয়ও নাই। আমরা মানুষের কষ্টের কথা সবাইকে জানাতে ছুটে চলি। কিন্তু আমার কষ্টের কথা শোনার মানুষ নেই।’

কুষ্টিয়ায় স্থানীয় দৈনিক সংবাদপত্রিকা আছে ৩৭টি। এছাড়াও ২০টি সাপ্তাহিক পত্রিকা ও তিনটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় কুষ্টিয়া থেকে। সবমিলিয়ে এ জেলা থেকে নিয়মিত ৬০টি পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে।

কুষ্টিয়ায় পত্রিকার গুরুত্ব থাকলেও নাগরিকদের হাতে হাতে এসব

পত্রিকা পৌঁছে দেওয়া পরিবেশকদের গুরুত্ব তেমন নেই। দেশের ক্রান্তিকালে এই পত্রিকা পরিবেশকদের খোঁজ কেউ রাখছে না।

করোনাভাইরাস প্রার্দুভাবে কার্যত অচল কুষ্টিয়া জেলা। পত্রিকা বের হচ্ছে না। এই বাস্তবতায় দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে তাদের। বর্তমানে আশিভাগ পত্রিকার পরিবেশক খেয়ে না খেয়ে দিনাতিপাত করছে।

প্রবীণ পত্রিকা পরিবেশক রবিউল ইসলাম রবি জানান, তিনি শহরের বিভিন্ন এলাকায় বাড়িতে বাড়িতে পত্রিকা বিতরণ করেন। প্রতিদিন তার দুইশ পত্রিকা বিক্রি হতো। বর্তমানে পত্রিকা বিক্রি বন্ধ হয়ে গেছে। এখন কর্মহীন, বেকার। তাই উপার্জনও নেই। ঘরে অভাব।

কুষ্টিয়া প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আনিসুজ্জামান ডাবলু বলেন, ‘জেলা প্রশাসকের ত্রাণ তহবিল থেকে পরিবেশকদের কিছু ত্রাণ দেওয়া হয়েছে। তবে তা যথেষ্ট নয়। এরকম পরিস্থিতি চলতে থাকলে পত্রিকা পরিবেশকদের জন্য বরাদ্দ বাড়াতে হবে।’

ভেড়ামারায় ট্রাক-সিএনজি সংঘর্ষে চালক নিহত

কুষ্টিয়ায় ভেড়ামারায় ট্রাক-সিএনজি মুখোমুখি সংঘর্ষে সিএনজি চালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছে সিএনজিতে থাকা ৫ যাত্রী।

আজ মঙ্গলবার দুপুর পৌনে ১টার দিকে কুষ্টিয়া-পাবনা মহাসড়কের বারমাইল এলাকায় ভেগান কোল্ড ষ্টোরের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহতদের উদ্ধার করে ভেড়ামারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হলে অবস্থার অবনতি হওয়ায় ২ জনকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

নিহত সিএনজি চালক হাবিবুর রহমানের (৩৫) লাশ উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি জেলার মিরপুর উপজেলার বহলবাড়িয়া ইউনিয়নের সাহেবনগর গ্রামের মৃত আনছার আলীর ছেলে।

ভেড়ামারা থানার ওসি মো. শাহজালাল জানান, ‘যাত্রী নিয়ে একটি সিএনজি ঈশ্বরদী যাওয়ার পথে কুষ্টিয়া-পাবনা মহাসড়কের ভেড়ামারা বারমাইল এলাকায় ভেগান কোল্ড ষ্টোরের সামনে পৌঁছলে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগামী ট্রাকের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

এতে সিএনজি দুমড়ে মুচড়ে গিয়ে চালক হাবিবুর রহমান ঘটনাস্থলেই নিহত হন। আহত হয় সিএনজি যাত্রী আশরাফুল, কামাল, করিম. আলিম কাজী ও বাবু।’

নিহত হাবিবুর রহমানের লাশ উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে। ঘাতক টাকটি আটক করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

মেপ্র/আরপি

কুমারখালীতে ভুয়া কাজী শরিফুলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ

কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলায় অবৈধভাবে বিয়ে, তালাক ও একাধিক বাল্যবিবাহ রেজিস্ট্রি করার অভিযোগ পাওয়া গেছে ভুয়া কাজী শরিফুল ইসলাম হেলালীর বিরুদ্ধে। এমনকি নিজের মেয়ের বিয়েও রেজিস্ট্রেশন করেছেন তিনি।
শরিফুল ইসলাম হেলালী উপজেলার চাপড়া ইউনিয়নের ধর্মপাড়া গ্রামের মৃত আমিনুল ইসলামের ছেলে। তিনি ভালুকা শহীদ বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ও চাপড়া জামে মসজিদের ইমাম।
ভুয়া কাজী শরিফুলের বিরুদ্ধে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বরাবর লিখিত অভিযোগ দেন চাপড়া ইউনিয়নের রেজিস্ট্রার কাজী তৌহিদুল ইসলাম তুহিন ও যদুবয়বা ইউনিয়নের কাজী রেজাউল করিম। তাদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে রোববার সকালে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে শুনানি অনুষ্ঠিত হয়।
শুনানিতে অভিযোগের কথা স্বীকার করে ভুয়া কাজী শরিফুল ইসলাম

হেলালী বলেন, দীর্ঘদিন ধরে বিয়ে রেজিস্ট্রেশন করে আসছি। আমার ভুল হয়েছে। আমি আর এমন কাজ করব না।
তিনি আরও বলেন, আমার মেয়ের বিয়েতেও ভুয়া কাবিননামা তৈরি করেছি।এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার রাজীবুল ইসলাম খান বলেন, কাজীদের লিখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে আজ (গতকাল) শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। শুনানিতে অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষ স্বীকার করে কিন্তু হাতেনাতে ধরতে না পাড়ায় এ ধরনের কাজ আর করবে না, এই মর্মে মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়।
তিনি আরও বলেন, বিষয়টি দীর্ঘদিনের হওয়ায় অধিকতর তদন্তের বিষয়। তাই আসল কাজীদের আইনের আশ্রয় নেয়ার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

ড্রাগন চাষে স্বপ্নে বিভোর কুষ্টিয়ার আসাদ

ড্রাগন চাষ করে আলোর মুখ দেখার অপেক্ষায় রয়েছে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার হাজরাহাটি এলাকার কৃষক মো: আসাদ আলী।
২০১৯ সালের শেষের দিকে দেড় বিঘা জমিতে পরীক্ষামূলকভাবে ড্রাগনের চাষ শুরু করেন তিনি। ইতোমধ্যে কয়েকটি গাছে ফুল আসতে শুরু করেছে। পানের ব্যবসা করতে গিয়ে লোকসান গুনতে হয়েছে বেশ কয়েকবার। এমন সময় ইউটিউব চ্যানেলে ড্রাগন চাষ দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের মাটিতে বিদেশি ফলের চাষ করে সফল হওয়ার স্বপ্নে বিভোর তিনি। ইউটিউব আর এক বন্ধুর পরামর্শে শুরু করেন এই ড্রাগন চাষ।
সম্প্রতি সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, সারিসারি করে খুঁটি (পাথর সিমেন্ট ঢালাই) বেয়ে ড্রাগন গাছ বেড়ে উঠেছে। খুঁটির মাথার উপর আবার চারকোনা আকৃতি রডের বৃত্তাকার করে টায়ার দিয়ে ঘেরা। একেকটা খুঁটির চারপাশে চারটি করে ড্রাগনের গাছ লাগানো আছে। সেগুলোই ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছে।
ড্রাগন বাগানে পরিচর্যায় ব্যস্ত কৃষক আসাদ। তার ড্রাগন বাগানে দেড় বিঘা জমিতে ২২৫ টি খুঁটি রয়েছে। প্রতিটি খুঁটির সাথে ৪-৫ টি চারা রোপণ করা। এখন যত্ন শেষে গাছগুলো খুঁটি পর্যন্ত উঠে গেছে। সাত ফিট এই খুঁটি মাটিতে দুই ফিট দেওয়া (পোঁতা) আছে।
লাগানোর পর থেকে নিজেই শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন প্রতিনিয়ত। আর এই কাজে

সহযোগিতা করেন স্ত্রী ও সন্তান।
কৃষক মো: আসাদ আলী জানান, ইউটিউব চ্যানেলে ড্রাগন চাষ দেখে আমি উদ্বুদ্ধ হই। এরপর ঝিনাইদহের এক বন্ধুর পরামর্শে সেখানকার ড্রাগন বাগান ঘুরে ঘুরে জ্ঞান লাভ করি। আবার সেখান থেকেই চারা কিনে শুরু করি বাগান।
ইতোমধ্যে দুই লাখ টাকা খরচ হয়েছে। এছাড়াও আমি প্রতিনিয়ত শ্রম দিয়ে যাচ্ছি। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে ড্রাগন বিক্রি হবে বলে আশা করছি। আমার এই বাগানে জৈব সার বেশি লাগে। রাসায়নিক সার কম লাগে। তিনি জানান, আমাকে এই বাগান করতে কৃষি অফিসসহ স্থানীয় সেতু এনজিওর নির্বাহী পরিচালক সহযোগিতা করেছেন।
উপসহকারী কৃষি অফিসার মাহিরুল ইসলাম জানান, এই ফল চাষ করতে জৈব সার একটু বেশি লাগে। রাসায়নিক সার কম লাগে। আমরা তাঁকে ভার্মি কম্পোস্ট করতে সহায়তা করবো। এছাড়াও প্রতিনিয়ত তাঁর বাগানে গিয়ে পরামর্শ প্রদান করি। অধিক লাভ হয় বলে অনেকেই এই ফল চাষে আগ্রহী হচ্ছেন বলেও জানান তিনি।
মিরপুর উপজেলা কৃষি অফিসার রমেশ চন্দ্র ঘোষ জানান, ড্রাগন একটি পুষ্টিকর ফল। এ ফলে রয়েছে অধিক পরিমাণে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। কৃষক আসাদ আলী পরীক্ষামূলকভাবে দেড় বিঘা জমিতে ২২৫ টি খুঁটি করে ড্রাগনের চাষ করে সফলতা পেতে শুরু করেছে।
কৃষক আসাদ আলীর এই ড্রাগন ফলের চাষে সহায়তা হিসেবে ওয়াটার পাম্প, পাইপসহ বিভিন্ন সরঞ্জামাদী প্রদান করেছি।

কুষ্টিয়ায় যাত্রীবাহী বাস খাদে পড়ে আহত ১৫

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলায় একটি যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়েছে। এ ঘটনায় বাসের প্রায় ১৫ যাত্রী আহত হয়েছে।
রবিবার বেলা সোয়া ৩ টার দিকে কুষ্টিয়া-পাবনা মহাসড়কের সাহেবনগর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
মিরপুর থানা-পুলিশের উপ-পুলিশ পরিদর্শক এসআই আতিক জানান, পাবনা থেকে ছেড়ে আসা কুষ্টিয়াগামী যাত্রীবাহী বাসটি ঘটনাস্থানে পৌঁছালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশের পানি ভর্তি খাদে পড়ে যায়। সংবাদ

পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দুর্ঘটনা শিকার গুরুতর আহত ১৫ জনকে উদ্ধার করেছে। পরে তাদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।
উদ্ধার তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন উল্লেখ করে মিরপুর ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের স্টেশন অফিসার রুহুল আমীন জানান, বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশের খাদের পানিতে পুরো ডুবে গেছে। খবর পেয়ে আমরা বাসের ভেতর থেকে ৪ জনকে আহতাবস্থায় জীবিত উদ্ধার করেছি।